ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 122 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২২ ● কলকাতা ● ২৩ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● ০৭ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 281

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ বাতাবরণেই আমি জমে গিয়েছিলাম। এখন ওখানের খাওয়াতেও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া নিয়মিত হত না - যখন ক্ষুধা লাগত কিছু খেয়ে নিতাম। কিন্তু ক্ষুধাই খুব কম লাগত। এরকম কেন হত, জানি না। খাওয়ার জন্য ভাল, স্বচ্ছ জল ছিল। আমার কাছে পরবার জন্য একটা লুঙ্গী ছিল।

ক্রমশঃ

জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা থাকছে মমতার, জানিয়ে দিলেন ডিজি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা ভোটে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। গেরুয়া ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি হারাতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ইতিমধ্যেই কালীঘাটের বাড়িতে নিরাপত্তা কমানো হয়েছে। তবে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি কমানো হলেও জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা বহাল থাকছে তৃণমূল সুপ্রিমোর।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে ফেলা হয় পুলিশের স্ক্যানার। পুলিশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে সব সামগ্রী ছিল অভিষেকের বাড়িতে, সে সবও ফাঁকা করে দেওয়া হয়। বাড়িতে যে স্ক্যানার বসানো ছিল তা তুলে নেওয়া হয়। ওই মানের স্ক্যানার

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কবে হবে শপথ গ্রহণ, মুখ্যমন্ত্রীই বা হবেন কে ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এখন সকলের নজর নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের দিকে। দলের অন্দরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়েও চর্চা চলছে সর্বত্র। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্বের।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ

জানা গিয়েছে, বিজেপির নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়কদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে।

আগামী ৯ই মে, পঁচিশে বৈশাখের দিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। শনিবার সকাল ১০টায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হবে।নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না হলেও সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় এগিয়ে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে আলোচনায় উঠে এসেছে শমীক ভট্টাচার্য, স্বপন দাশগুপ্ত এবং উৎপল মহারাজ-এর মতো বহু নাম।

আজ,বুধবার বিকেল প্রায় ৩টা নাগাদ শমীক ভট্টাচার্য নবান্নে পৌঁছন। সেখানে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার সঙ্গে তাঁর বৈঠক চলছে। মূলত ব্রিগেডের শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতেই এই সাক্ষাৎ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের অবসান ঘটিয়ে এবার বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ফলে সরকার গঠন থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজাতেই চলছে প্রস্তুতি। জানা গেছে, ৮ই মে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক অমিত শাহ। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝিও। বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।

শনিবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এনডিএ শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং দলের একাধিক বর্ষীয়ান নেতা উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে চলা বিজেপি ২০৭টি আসনে জয় পেয়েছে।বিধানসভায় যে ব্যক্তি পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হবেন, তিনিই মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসবেন। ৮ মে-র বৈঠকে কার্যত স্থির হয়ে যাবে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম। এখন সব কৌতূহলের কেন্দ্র ৯ই মে। ওই দিনই পরিষ্কার হয়ে যাবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বাংলার দায়িত্ব কার হাতে যাচ্ছে।

পঁচিশে বৈশাখে ব্রিগেডে শপথ! থাকবেন মোদী-শাহ, নবান্নে শমীক, হিংসা নিয়ে কড়া বার্তা বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার সরকার গঠনের কাউন্টডাউন শুরু। আগামী ৯ মে পঁচিশে বৈশাখের দিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হতে চলেছে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান— এমনটাই জানাল বিজেপি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকতে পারেন বলেও দলীয় সূত্রে খবর। তার আগেই বুধবার নবান্নে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তবে প্রশাসনিক প্রস্তুতির পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে উঠে এল আরও এক বড় বার্তা— ভোট-পরবর্তী হিংসা বরদাস্ত করা হবে না এবং বিজেপিতে "তৃণমূলীকরণ" চলবে না।

বুধবার দুপুরে নবান্নে পৌঁছন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় মাহাতো ও সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। ব্রিগেডে সম্ভাব্য

এরপর ৩ পাতায়

ব্রিগেডে শপথ ঘিরে কলকাতায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা, আকাশপথেও কড়া নজরদারি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৯ মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলা হচ্ছে কলকাতা। সম্ভাব্য ভিভিআইপি উপস্থিতি—প্রধানমন্ত্রী থেকে একাধিক মুখ্যমন্ত্রী—সবকিছু মাথায় রেখে প্রায় ৪০০০ পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু মাটিতে নয়, আকাশপথ থেকেও নজরদারির বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে।

পঁচিশে বৈশাখের দিন অনুষ্ঠিত হতে চলা এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি তুঙ্গে প্রশাসনের। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড এবং সংলগ্ন ময়দান এলাকা কার্যত উচ্চ-সুরক্ষিত জোনে পরিণত করা হচ্ছে। গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকিতে থাকবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। তাঁর সঙ্গে থাকবেন অতিরিক্ত কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার এবং একাধিক ডেপুটি কমিশনার স্তরের আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, পুরো এলাকা একাধিক সেক্টরে ভাগ করে নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বে থাকবেন সিনিয়র অফিসাররা। গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও প্রবেশপথে কড়া নজরদারি চালানো হবে। আশপাশের বহুতল ভবনগুলিকেও নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি চোখ এড়াতে না পারে।

শুধু স্থলপথ নয়, আকাশ থেকেও নজর রাখার পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের। ড্রোন এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে পুরো অনুষ্ঠানস্থল পর্যবেক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি, রাস্তায় মোতায়েন থাকবে 'কুইক রেসপন্স টিম'—যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।

এই বিশাল নিরাপত্তা বলয়ে কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও থাকবেন। প্রশাসনের লক্ষ্য, কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা বিঘ্ন ছাড়াই নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা।

(১ম পাতার পর)

জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা থাকছে মমতার, জানিয়ে দিলেন ডিজি

সাধারণত বিমানবন্দরে, রেল স্টেশনে বা বড় কোনও প্রতিষ্ঠানের দফতরে থাকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন থেকে একজন সাংসদ হিসাবে যে নিরাপত্তা পাওয়ার কথা, তাই পাবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।আজ বুধবার (৬ মে) ভবানী ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা।

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই মঙ্গলবার থেকেই দফায় দফায় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিরিক্ত নিরাপত্তা সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশ। মমতার কালীঘাটের বাড়ির গলির সামনের 'সিজার ব্যারিকেড' খুলে দেওয়া হয়। ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দফতরের সামনে থেকেও বিশেষ পুলিশি নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়। বুধবার সকালে লালবাজারের নির্দেশিকায় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের বাড়ি এবং কার্যালয়ের সামনে থেকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা পাকাপাকি ভাবে সরানো হয়।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে নিযুক্ত হলেন শ্রী শশী শেখর ভেমপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত সরকার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ৬ মে ২০২৬ তারিখে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শ্রী শশী শেখর ভেমপতিকে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগ করেছে। তিনি এই পদে ৩ বছর থাকবেন।

প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হওয়ার পরে শ্রী প্রসূন যোশী সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-এর চেয়ারপার্সন পদ ছেড়ে দেওয়ায় এই নিযুক্তি।

সংবাদ মাধ্যম, সম্প্রচার এবং জনসংযোগ ক্ষেত্রে বিপুল অভিজ্ঞতা আছে শ্রী শশী শেখর ভেমপতির। তাঁর এই নিযুক্তিতে আশা করা যায় সিবিএফসি-র কাজে আরও উন্নতি হবে।

(২ পাতার পর)

পঁচিশে বৈশাখে ব্রিগেডে শপথ! থাকবেন মোদী-শাহ, নবান্নে শমীক, হিংসা নিয়ে কড়া বার্তা বিজেপির

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তা নিয়েই মূলত মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার সঙ্গে আলোচনা হয় বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে নবান্নে ঢোকার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক স্পষ্ট ভাষায় ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে অবস্থান জানান। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে কেউ যদি তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালায়, তার দায় এখনই বিজেপি নেবে না। কারণ এখনও সরকার গঠন হয়নি। তিনি দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতির বড় অংশই "তৃণমূল বনাম তৃণমূলের সংঘর্ষ"।

শমীক আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সতর্ক করে আসছিলেন যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর একটি "সংবেদনশীল সময়" তৈরি হবে। সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা রাজ্যপাল, নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল দলবদল প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভোটের ফল বেরোনোর পর যাঁরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসতে চাইছেন, তাঁদের সবাইকে দলে নেওয়া হবে না। তাঁর কথায়, "বিজেপিতে তৃণমূলীকরণ হতে দেব না। যাঁরা রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে এই দল গড়েছেন, তাঁদের আত্মসম্মান রক্ষা করতেই হবে।"

২০২১ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে ব্যাপক দলবদলের রাজনীতি দেখেছিল বাংলা। সেই অভিজ্ঞতার কথা টেনে এনে শমীক বলেন, বিজেপি সেই পুরনো ভুল আর করবে না। দলের আদর্শ ও সংগঠনের ভিত্তি অটুট রাখার উপরই জোর দেন তিনি।

৭.৯২ কোটি অ-নথিভুক্ত অ-কৃষি সংস্থা অর্থনৈতিক প্রসার বৃদ্ধি করছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক ২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে ২০২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত অ্যানুয়াল সার্ভে অফ আন-ইনকর্পোরেটেড সেক্টর এন্টারপ্রাইজেস (এএসইউএসই)-এর ফলাফল প্রকাশ করেছে।

এএসইউএসই ২০২৩-২৪-এর তুলনায় এএসইউএসই ২০২৫-এ অ-নথিভুক্ত অ-কৃষি ক্ষেত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। সংস্থার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭.৯২ কোটি। অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটেছে ১০.২৯ শতাংশ। উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটেছে ৬.৪৮ শতাংশ। ব্যবসা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটেছে ৬.১৮ শতাংশ। এই ক্ষেত্রের প্রায় অর্ধেক সংস্থা খুচরো ব্যবসায় অথবা পোশাক তৈরি এবং সামাজিক, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত পরিষেবাভিত্তিক কাজে যুক্ত। গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চল মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এই ধরনের সংস্থা রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এর পরেই পশ্চিমবঙ্গে এবং মহারাষ্ট্রে। উপরোক্ত সময়কালের মধ্যে গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ) বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী বেড়েছে ১০.৮৭ শতাংশ।

অ-নথিভুক্ত অ-কৃষি ক্ষেত্রে ২০২৫-এ কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১২.৮১ কোটি কর্মীর। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশি কর্মী উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের। এর মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৯ শতাংশ। মহিলা কর্মীদের মধ্যে

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কেরলেও হল পরিবর্তন! গত পাঁচ দশকে এই প্রথম দেশের কোনও রাজ্যে নেই বাম সরকার

দীর্ঘ পাঁচ দশকের এক রাজনৈতিক অধ্যায়ের অবসান ঘটল দেশে। কেরলে পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ধসে পড়ল ভারতের শেষ বামদুর্গও। এর ফলে স্বাধীনতার পর প্রথমবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, যখন দেশের কোনও রাজ্যেই আর বামপন্থী সরকারের কোনও অস্তিত্বটুকুও রইল না। এমনকি কোনও রাজ্যে জোটসঙ্গী হিসেবেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব আর রাখতে পারল না বামেরা।

গত পাঁচ দশকে এই প্রথম দেশের কোনও রাজ্যে নেই বাম সরকার:

ভারতে বাম রাজনীতির সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে কেরলে প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাম সরকারের হাত ধরে। সেই সময় গোটা বিশ্বেই এটি ছিল একটি নজিরবিহীন ঘটনা। পরবর্তী সময়ে কেরলে নিয়মিত সরকার পরিবর্তনের ধারা তৈরি হলেও বামেদের প্রভাব কখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি। অন্যদিকে, ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের উত্থান এবং ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখল, এই তিন রাজ্যেই দীর্ঘদিন ধরে বাম রাজনীতির দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে।

একসময় এমনও ছিল, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরল তিন রাজ্যেই একসঙ্গে বাম সরকার ক্ষমতায় ছিল। ২০১১ সালে বাংলায় বাম সরকারের পতনের পরও ত্রিপুরা ও কেরলে তাদের অস্তিত্ব বজায় ছিল। তবে, ২০১৮ সালে ত্রিপুরাতেও ক্ষমতা হারানোর পর কেরলই ছিল শেষ আশ্রয়স্থল। সেখানে টানা দু'দফা ক্ষমতায় থেকে বামফ্রন্ট নিজেদের শক্তি ধরে রাখলেও ২০২৬ সালের নির্বাচনে সেই শেষ দুর্গও হারাতে হল বামেদের।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে গত ৪মে কেরলে একতরফা ফলাফল দেখা গিয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট প্রায় ৯০টির কাছাকাছি আসন দখল করেছে, যেখানে বাম জোটের আসন সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় চল্লিশের ঘরে। ফলে শুধু ক্ষমতা হারানো নয়, বিরোধী রাজনীতিতেও নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা এখন বামেদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও উদ্বেগের বিষয় হল, কেরলে বিজেপির ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। প্রায় ১১ শতাংশ ভোট পেয়ে তারা একাধিক আসনে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ভোটের একটি বড় অংশ এসেছে বামেদের পুরনো ভোটব্যাঙ্ক ভেঙেই। ঠিক যেমনটি আগে পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছিল। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাম রাজনীতির সামনে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বাইশতম পর্ব)

আলাপ করেন । এমনকি তৎকালীন সমাজে তিনি অনেক অল্প বয়সী কিশোরীকেও দীক্ষা দেন এবং জীবন রক্ষা করেন । তারামায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান মানুষের আরোগ্যদানের তন্ত্র পুরুষ । লোকশ্রুতি তিনিই বশিষ্ঠ , সেই আদি পূজার মায়ের সন্তান । জীবনের প্রথম দিকে অনেক দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠলেও নাটোরের রাণীর প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশে মা বামদেবের খাবারের ব্যবস্থা করেন । তিনি মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে । রাগ অভিমানের অংশী ।একবার পূজোর আগেই তিনি মায়ের খাবার খেয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

৭.৯২ কোটি অ-নথিভুক্ত অ-কৃষি সংস্থা অর্থনৈতিক প্রসার বৃদ্ধি করছে

প্রায় ২২ শতাংশ যুক্ত পোশাক তৈরির কাজে। উৎপাদন ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশের বেশি সংস্থার মাথায় আছেন মহিলা মালিক।

প্রতি অ-নথিভুক্ত অ-কৃষি সংস্থার গড় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ এএসইউএসই ২০২৫-এ বেড়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৪২ টাকা। নথিভুক্তির সংখ্যা সামান্য হলেও বেড়েছে। ব্যবসার কারণে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রামাঞ্চলে ২০২৩-২৪-এ ১৭.৯৪% থেকে ২০২৫-এ ৩১.০৬% এবং শহরাঞ্চলে ৩৭.০১% থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৮.৯৪%।

আন্দামান ও নিকোবর ছাড়া সারা ভারতের গ্রাম ও শহরাঞ্চল নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে। উৎপাদন, ব্যবসা ও অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে অ-নথিভুক্ত অ-কৃষি সংস্থার হিসাব ধরা হয়েছে সমীক্ষায়। এএসইউএসই ২০২৫-এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মোট ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ২৮৯টি সংস্থার। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৪৪ এবং শহরাঞ্চলে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৪৫।

এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদে জানতে এনএসও, এমওএসপিআই দ্বারা প্রকাশিত নো ইওর সার্ভেটি দেখতে পাবেন মন্ত্রকের ওয়েবসাইট (https://www.mospi.gov.in/)-এ।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমার অনেকেই জানি যত মত তত পথ' । আজকাল নানা স্থানে এই মতবাদ নিয়ে সমালোচনা দেখতে পাই। তাই দু'চার কথা আমারও বলার ইচ্ছে হল। 'যত মত তত পথ' দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়েছেন জগতের সব ধর্মমতগুলো সত্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রক ব্রিফিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিম এশিয়ার ক্রমপরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে, ভারত সরকার নিয়মিত আপডেটের মাধ্যমে নাগরিকদের অবহিত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আজ ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে একটি মিডিয়া ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রকের আধিকারিকরা জ্বালানির প্রাপ্যতা, সামুদ্রিক কার্যক্রম এবং প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন।

শক্তি সরবরাহ এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক বর্তমান জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি এবং পশ্চিম এশিয়ার প্রেক্ষাপটে পেট্রোলিয়াম পণ্য ও এলপিজি-র নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে:

জনসাধারণের জন্য পরামর্শ এবং নাগরিক সচেতনতা

* নাগরিকদের পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি-র জন্য আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটা (panic purchase) এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ সরকার এগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

* গুজবে কান দেবেন না এবং সঠিক তথ্যের জন্য কেবল সরকারি সূত্রের ওপর নির্ভর করুন।

* এলপিজি গ্রাহকদের ডিজিটাল বুকিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হচ্ছে এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে যাওয়া এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

* নাগরিকদের পিএনজি (PNG) এবং ইলেকট্রিক বা ইন্ডাকশন কুকটপ ব্যবহারের মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

* বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত নাগরিককে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানোর অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সরকারি প্রস্তুতি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদক্ষেপ

* চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও সরকার ঘরোয়া এলপিজি, ঘরোয়া পিএনজি এবং সিএনজি (পরিবহন) ক্ষেত্রে ১০০% সরবরাহ নিশ্চিত করেছে।

* বাণিজ্যিক এলপিজি-র ক্ষেত্রে হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ফার্মা, স্টিল, অটোমোবাইল, বীজ, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ কেজির এফটিএল (FTL) সিলিন্ডার সরবরাহ ২ এবং ৩ মার্চ ২০২৬-এর গড় দৈনিক সরবরাহের ভিত্তিতে দ্বিগুণ করা হয়েছে।

* সরকার সরবরাহ এবং চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই বেশ কিছু যৌক্তিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে শোধনাগার উৎপাদন বৃদ্ধি, শহরাঞ্চলে বুকিংয়ের ব্যবধান ২১ থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দিন করা এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।

* এলপিজি-র চাহিদার ওপর চাপ কমাতে কেরোসিন এবং কয়লার মতো বিকল্প জ্বালানি সহজলভ্য করা হয়েছে।

* কয়লা মন্ত্রক কোল ইন্ডিয়া এবং সিঙ্গাহানি কোলিয়ারিজ-কে নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা ছোট ও মাঝারি গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণের জন্য রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত কয়লা সরবরাহ করে।

* রাজ্যগুলিকে ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য নতুন পিএনজি সংযোগের সুবিধা প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

* রাজ্য সরকারগুলিকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫ এবং এলপিজি কন্ট্রোল অর্ডার, ২০০০-এর অধীনে সরবরাহ পর্যবেক্ষণ এবং মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

* পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি-সহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলির সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারকে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারত সরকার একাধিক চিঠি এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এই বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

* ভারত সরকার ২৭.০৩.২০২৬ এবং ০২.০৪.২০২৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে পর্যাপ্ত জ্বালানির প্রাপ্যতা সম্পর্কে নাগরিকদের আশ্বস্ত করার জন্য সক্রিয় জনযোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। ০২.০৪.২০২৬ এবং ০৬.০৪.২০২৬ তারিখের বৈঠকগুলোতে দৈনিক প্রেস ব্রিফিং, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর মোকাবিলা এবং তেল সংস্থাগুলোর (OMCs) সঙ্গে সমন্বয় করে জেলা প্রশাসনের এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

* সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে কন্ট্রোল রুম এবং জেলা পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করেছে।

* অনেক রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করছে।

এনফোর্সমেন্ট এবং মনিটরিং অ্যাকশন

* এলপিজি-র মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধে দেশজুড়ে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গতকাল দেশজুড়ে ২১০০-র বেশি রেইড চালানো হয়েছে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি আকস্মিক পরিদর্শন জোরদার করেছে এবং গতকাল পর্যন্ত ৩৬৬টি এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরশিপের ওপর জরিমানা আরোপ করেছে এবং ৭৫টি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ স্থগিত করেছে।

এলপিজি (LPG) সরবরাহ

ঘরোয়া এলপিজি সরবরাহের স্থিতি:

* বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এলপিজি সরবরাহ প্রভাবিত হওয়া অব্যাহত রয়েছে।

* ঘরোয়া পরিবারগুলিতে এলপিজি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

* এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে কোনো 'ড্রাই-আউট' বা ঘাটতি রিপোর্ট করা হয়নি।

* গতকাল শিল্প স্তরে অনলাইন এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং প্রায় ৯৯% পর্যন্ত পৌঁছেছে।

* ডাইভারশন রুখতে ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (D A C) ভিত্তিক ডেলিভারি প্রায় ৯৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহকের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে এই DAC পাঠানো হয়।

* গত ২ দিনে প্রায় ৮৮.৮২ লক্ষ সিলিন্ডার বুকিংয়ের বিপরীতে ৮৭.২৮ লক্ষেরও বেশি এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ এবং বরাদ্দ সংক্রান্ত পদক্ষেপ:

* মোট বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দ সংকটের আগের স্তরের প্রায় ৭০%-এ উন্নীত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০% সংস্কার-সংযুক্ত বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত।

* পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ কেজির এফটিএল সিলিন্ডারের দৈনিক সরবরাহ ২ এবং ৩ মার্চ ২০২৬-এর গড় দৈনিক সরবরাহের ভিত্তিতে দ্বিগুণ করা হয়েছে।

* গত ২ দিনে প্রায় ১.২ লক্ষ ৫ কেজির এফটিএল সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

* ৩ এপ্রিল ২০২৬ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রক ব্রিফিং

তেল সংস্থাগুলি ১০,৪০০-এর বেশি সচেতনতামূলক শিবির আয়োজন করেছে, যেখানে ১,৮৪,০০০-এর বেশি ৫ কেজির এফটিএল সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

* গতকাল ১৩২টি শিবিরের মাধ্যমে প্রায় ৪,১৭১টি ৫ কেজির এফটিএল সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

* আইওসিএল (IOCL), এইচপিসিএল (HPCL) এবং বিপিসিএল (BPCL) - এর একজিকিউটিভ ডিরেক্টরদের নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের কমিটি রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে।

* গত ২ দিনে মোট ১৫,৯০০ মেট্রিক টনের বেশি বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রি হয়েছে (যা ৮.৩৭ লক্ষেরও বেশি ১৯ কেজির সিলিন্ডারের সমান)।

* গত ২ দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে মোট ৮৭৬ মেট্রিক টন অটো এলপিজি বিক্রি হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ এবং পিএনজি সম্প্রসারণ উদ্যোগ

* গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দিয়ে ঘরোয়া পিএনজি (D-PNG) এবং সিএনজি (পরিবহন) ক্ষেত্রে ১০০% সরবরাহ বজায় রাখা হয়েছে।

* সার কারখানাগুলিতে গ্যাসের সামগ্রিক বরাদ্দ তাদের ছয় মাসের গড় ব্যবহারের প্রায় ৯৮%-এ উন্নীত করা হয়েছে।

* অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে গ্যাস সরবরাহ ৮০% পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

* সিজিডি (CGD) সংস্থাগুলিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পিএনজি সংযোগকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে যাতে বাণিজ্যিক এলপিজি-র প্রাপ্যতা সংক্রান্ত উদ্বেগ নিরসন করা যায়।

* আইজিএল (IGL), এমজিএল (MGL), গেইল গ্যাস (GAIL Gas) এবং বিপিসিএল (BPCL) পিএনজি সংযোগের জন্য ইনসেনটিভ দিচ্ছে।

* সিজিডি নেটওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দ্রুত প্রদানের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

* ১৮.০৩.২০২৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে অতিরিক্ত ১০% বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ২২টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই সুবিধা পাচ্ছে।

* ২৪.০৩.২০২৬ তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য বন্টন আদেশ, ২০২৬' বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে, যা পাইপলাইন স্থাপনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে।

* জাতীয় পিএনজি ড্রাইভ ২.০ এর সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

* রাজ্যগুলির জন্য একটি মডেল সিবিজি (CBG) পলিসি তৈরি করা হয়েছে। যারা এটি গ্রহণ করবে তাদের অতিরিক্ত বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

* মার্চ ২০২৬ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬.৩১ লক্ষ পিএনজি সংযোগ গ্যাসীকরণ করা হয়েছে এবং মোট সংযোগের সংখ্যা ৮.৯৮ লক্ষে পৌঁছেছে।

* ০৫.০৫.২০২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪৯,২০০ গ্রাহক পিএনজি গ্রহণ করে তাদের এলপিজি সংযোগ সারেন্ডার করেছেন।

অপরিশোধিত তেল পরিস্থিতি এবং শোধনাগার কার্যক্রম

* সমস্ত শোধনাগার উচ্চ ক্ষমতায় কাজ করছে এবং পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেলের মজুত রয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলেরও যথেষ্ট স্টক বজায় রাখা হয়েছে।

* অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে শোধনাগার থেকে ঘরোয়া এলপিজি উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে।

* ফার্মা, রাসায়নিক এবং পেইন্ট খাতের সংস্থাগুলির জন্য প্রতিদিন ১১২০ মেট্রিক টন এলপিজির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* ৯ এপ্রিল ২০২৬ থেকে এ পর্যন্ত মুম্বাই, কোচি, ভাইজ্যাগ, চেন্নাই, মথুরা এবং গুজরাট শোধনাগার থেকে প্রায় ১২,০০০ মেট্রিক টন প্রোপিলিন এবং ১৭৫০ মেট্রিক টনের বেশি বিউটাইল অ্যাক্রিলেট বিক্রি করা হয়েছে।

খুচরা জ্বালানির প্রাপ্যতা এবং মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ

* সারা দেশে সমস্ত খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে।

* মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লেও গ্রাহকদের সুরক্ষায় ভারত সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে ১০ টাকা কমিয়েছে।

* দেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলোর খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত খুচরা মূল্যে কোনো বৃদ্ধি করা হয়নি।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং শিপিং অপারেশন

বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক বর্তমান সামুদ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছে:

* মন্ত্রক বিদেশ মন্ত্রক, ভারতীয় মিশন এবং অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখছে।

* অঞ্চলের সমস্ত ভারতীয় নাবিক নিরাপদ এবং গত ৪৮ ঘণ্টায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।

* *ডিজি শিপিং কন্ট্রোল রুম:*

এটি সক্রিয় হওয়ার পর থেকে ৮,৫৭০টি কল এবং ১৮,৭৩২টির বেশি ইমেল পরিচালনা করেছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় ১৫৬টি কল ও ৬৬৮টি ইমেল পাওয়া গেছে।

* *প্রত্যাবাসন:* এ পর্যন্ত ২,৯৯৯ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যার মধ্যে গত ৪৮ ঘণ্টায় ২৩ জন রয়েছেন।

* বন্দর কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে এবং কোনো জট নেই।

ওই অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা

বিদেশ মন্ত্রক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে:

* বিদেশ মন্ত্রক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।

* মন্ত্রকের বিশেষ কন্ট্রোল রুমটি নাগরিকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সক্রিয় রয়েছে।

* ভারতীয় মিশনগুলি ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করছে এবং তাদের উদ্বেগ নিরসন করছে।

* সরকার নাবিকদের কল্যাণকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং তাদের দেশে ফেরার অনুরোধে সহায়তা করছে।

* *ফ্লাইট পরিস্থিতি:*

* সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর (UAE) আকাশপথ খোলা।

* সৌদি আরব এবং ওমান থেকে ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে বিমান চলাচল স্বাভাবিক।

* কাতারের আকাশপথ আংশিক খোলা। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো ইত্যাদি বিমান চালাচ্ছে।

* কুয়েত ও বাহরিনের আকাশপথ খোলা।

* ইরাকের আকাশপথ খোলা এবং সীমিত বিমান চলাচল করছে।

* ইরান থেকে ভারতীয় নাগরিকদের স্থলপথ দিয়ে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস এ পর্যন্ত ২,৫২০ জন ভারতীয় নাগরিককে স্থলপথ দিয়ে ইরান থেকে সরাতে সহায়তা করেছে।

* ইজরায়েলের আকাশপথ খোলা এবং সীমিত বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে।

সিনেমার খবর

প্রমাণ না মেলায় মাদক মামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেন শ্রদ্ধা ও নোরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

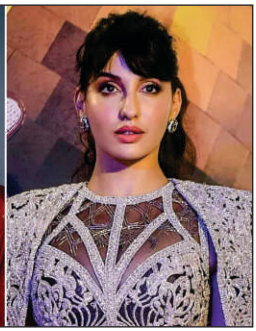

২০২২ সালের একটি আলোচিত মাদক মামলা থেকে অবশেষে স্বস্তি পেতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর ও নোরা ফাতেহি। মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে, এই মাদক চক্রের সঙ্গে এই দুই অভিনেত্রীর সংশ্লিষ্টতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, পুলিশের দাখিল করা সম্পূরক চার্জশিটে শ্রদ্ধা ও নোরার পাশাপাশি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ওরহান আওয়াত্রামানি ওরফে ওরি, অভিনেতা সিদ্ধান্ত কাপুর এবং রাজনীতিবিদ জিশান সিদ্দিকীকেও অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে।

এই ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের আগস্টে, যখন মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং অ্যান্টি-নার্কোটিক্স সেল মোহাম্মদ সেলিম নামক এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ১ লাখ ১৯ হাজার রুপি মূল্যের মেফেড্রোন জব্দ করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেলিম দাবি করেছিলেন যে, তিনি বেশ কিছু উচ্চপর্যায়ের পার্টিতে মাদক সরবরাহ করতেন যেখানে বিনোদনজগতের তারকারা উপস্থিত থাকতেন।

এই জবানবন্দির ভিত্তিতেই ২০২৫ সালে শ্রদ্ধা কাপুর ও নোরা ফাতেহিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ। তবে দীর্ঘ তদন্ত শেষে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই তারকাদের সরাসরি কোনো লেনদেন বা যোগাযোগের জোরালো কোনো প্রমাণ মেলেনি।

তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক চার্জশিটে তিনজনের নাম থাকলেও সম্পূরক চার্জশিটে কেবল গ্রেফতারকৃত এবং পলাতক মূল অভিযুক্তদের নাম থাকছে। তারকাদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ না থাকায় তাদের নাম মামলা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এই খবরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ওরি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই সংবাদ শেয়ার করে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, যারা ভিত্তিহীনভাবে তার নাম জড়িয়ে কুৎসা রটিয়েছিল, তাদের এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বিতর্কিত মামলার জল ঘোলা হওয়া অনেকটাই বন্ধ হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

আবারও ফিরছে ‘কফি উইথ করণ’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

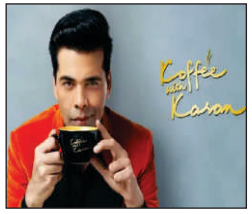

বলিউডপ্রেমীদের জন্য দারুণ এক সুখবর দিলেন নির্মাতা করণ জোহর। তার বহুল জনপ্রিয় টক শো ‘কফি উইথ করণ’ আবারও ফিরছে নতুন রূপে। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আসছে শো-টির নবম আসর শুরু হচ্ছে আগামী দীপাবলি উৎসবকে কেন্দ্র করে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে করণ নিজেই এই ঘোষণা দেন। ভক্তদের কৌতূহলের জবাবে তিনি জানান- “দীপাবলি। নবম আসর।” এর আগে ২০২৪ সালে শেষ হয়েছিল শো-টির অষ্টম আসর, যা নানা আলোচনায় ছিল বেশ সরব।

‘কফি উইথ করণ’ মানেই শুধু আড্ডা নয়, বরং তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনের খোলামেলা স্বীকারোক্তি আর বিতর্কের মিশেল। গত আসরে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ট্রলের শিকার হয়েছিল। পাশাপাশি সাইফ আলি খান, কারিনা কাপুর, আলিয়া ভাটদের উপস্থিতি শো-টিকে করে তোলে আরও আকর্ষণীয়।

তবে এই শো-র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে নানা বিতর্কিত মুহূর্ত। সোনম কাপুর ও দীপিকার রণবীর কাপুরকে নিয়ে মন্তব্য হোক কিংবা ইমরান হাশমির ঐশ্বরিয়া রাইকে নিয়ে বিতর্কিত কথা- সবই দর্শকদের মনে গেঁথে আছে। এমনকি ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার একটি মন্তব্য তার ক্যারিয়ারেও প্রভাব ফেলেছিল।

সবচেয়ে বেশি আলোচিত পর্বগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কঙ্গনা রানাউতের উপস্থিতি। তিনি সরাসরি করণকে ‘স্বজনপোষণের পতাকাবাহী’ ও ‘সিনেমা জগতের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি’ বলে আক্রমণ করেন। ২০১৪ সালের সেই পর্ব আজও বলিউডের ‘অভ্যন্তরীণ বনাম বাইরের শিল্পী’ বিতর্কের অন্যতম ভিত্তি।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করা এই অনুষ্ঠানটি প্রতি আসরেই নতুন চমক নিয়ে হাজির হয়েছে। দর্শকদের বিনোদনের খোরাক জুগিয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই আশা করছেন ভক্তরা।

‘বীর জারা’ থেকে কেন বাদ পড়েছিল সেই জনপ্রিয় গানটি, কারণ জানালেন যশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড ইতিহাসের অন্যতম কালজয়ী সিনেমা ‘বীর জারা’। শাহরুখ খান ও প্রীতি জিনতা অভিনীত এই সিনেমাটি যেমন তার গল্পের জন্য জনপ্রিয়, তেমনই এর গানগুলো আজও মানুষের হৃদয়ে গেঁথে আছে। তবে ছবিটির একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান ‘ইয়ে হাম আ গায়ে হ্যায় কাহাঁ’ মূল সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত?

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পুরনো ভিডিও পুনরায় ভাইরাল হওয়ার পর এই সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ সামনে এসেছে।

বিখ্যাত নির্মাতা করণ জোহরের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় প্রয়াত কিংবদন্তি পরিচালক যশ চোপড়া নিজেই এই রহস্যের উন্মোচন করেন।

ওই সাক্ষাৎকারে করণ জোহর যশ চোপড়াকে প্রশ্ন করেন, ‘আমরা সবাই ‘ইয়ে হাম আ গায়ে হ্যায় কাহাঁ’ গানটি খুব পছন্দ করি। লতা জির কণ্ঠ এবং গানটির কথা ছিল অসাধারণ। এটি ছিল একদম আপনার সিগনেচার রোমান্টিক গান। তবুও কেন এটি মূল সিনেমাতে রাখা হলো না?’

জবাবে যশ চোপড়া জানান, গানটির দৃশ্যধারণ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন এবং তা যথাস্থানে বসিয়েও ছিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সিনেমার গতির ক্ষেত্রে।

যশ চোপড়া বলেন, ‘গানটি সিনেমার একদম ক্লাইম্যাক্স বা শেষ মুহূর্তের কাছাকাছি ছিল। আমি যখন দেখলাম, মনে হলো গানটি গল্পের যে প্রবাহ সেটাকে বাধাগ্রস্ত করছে। তখন আমার ভেতরের পরিচালক ও প্রযোজক সত্তা আমাকে বলল, ‘আমার স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়’।

আদিত্য (আদিত্য চোপড়া) আমাকে বলেছিল, ‘বাবা, এই গানটি গল্পের গতি নষ্ট করবে, তোমার উচিত গানটি উৎসর্গ করা’। এরপর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি গানটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই।’

যদিও সিনেমা হলের দর্শকের জন্য গানটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, এরপরও যশ চোপড়া ভক্তদের বঞ্চিত করতে চাননি। তিনি জানান, পরবর্তীতে যারা এই সিনেমার ডিভিডি সংগ্রহ করেছেন, তাদের জন্য বিশেষ ফিচার হিসেবে গানটি যুক্ত করা হয়েছিল।

বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও গানটি সিনেমার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা যায়।

‘বীর-জারা’ শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রীতির এক মানবিক দলিল। গানটির বিশেষত্ব হলো এর সুরকার প্রয়াত মদন মোহন। তার মৃত্যুর বহু বছর পর তার অপ্রকাশিত কিছু সুরকে নতুনভাবে সাজিয়ে এই সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনা করা হয়েছিল। জাভেদ আখতারের কথায় এবং লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে গানটি আজও শ্রোতাদের কাছে এক চিরসবুজ আবেদন হয়ে আছে।

ধোনিহীন চেন্নাইয়ের ত্রাতা সঞ্জু, প্লে-অফের আশা জিইয়ে রাখল সিএসকে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : আইপিএলে দারুন কামব্যাক করেছে চেন্নাই সুপার কিংস। শুরুর কয়েকটি ম্যাচে হারই সঙ্গী ছিল ইয়েলো আর্মির। তার উপর, ১০ ম্যাচ হয়ে গেলেও এখনও দেখা পাওয়া যায়নি মহেন্দ্র সিং ধোনির। কবে খেলবেন ধোনি, জানেনা সিএসকে ম্যানেজমেন্ট। তবে শুরু ভাল না হলেও যত শেষের দিকে যাচ্ছে টুর্নামেন্ট, ততই যেন ছন্দে ফিরছে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ ৫ ম্যাচে এসেছে ৩ জয়। এভাবেই এবার প্লে-অফের আশা বাড়াচ্ছে চেন্নাই।

গতকাল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দিল্লি। প্রথম থেকেই দিল্লির ইনিংসে ধস নামান মুকেশ, আকিল, নূর-রা। ৬৯ রানের মধ্যে ৫ উইকেট পড়ে যায় দিল্লির। ব্যর্থ হন কেএল রাহুল (১২), নীতিশ রানা (১৫), করুণ নায়ার (১৩)। ট্রিস্টান স্টাবস্ (৩৮) ও সমীর রিজভী (৪০) রান তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ২০ ওভার শেষে ১৫৫/৭ তোলে দিল্লি ক্যাপিটালস। একটি করে উইকেট পেলেন আকিল হোসেন, মুকেশ চৌধুরী, গুরজপনিত সিংরা। দুটি উইকেট পেয়েছেন নূর আহমেদ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ঝড় তুলেছিলেন সঞ্জু স্যামসন। ৫২ বলে ৮৭ রানের ইনিংস খেললেন সঞ্জু। অধিনায়ক রুতুরাজ ব্যর্থ (৬)। ৯ বলে ১৭ করেছেন উর্ভিল প্যাটেল। কার্তিক শর্মার ৩১ বলে ৪১ রানের অপরাজিত ইনিংসের বদান্যতায় ১৮ ওভারের মধ্যেই ২ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত রান তুলে ফেলে চেন্নাই। এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলের ৬ নম্বরে উঠে গেল চেন্নাই সুপার কিংস। বাকি ৪ ম্যাচের ৪টিতেই জিতলে শেষ চারের আশা বাড়বে ৫ বারের চ্যাম্পিয়নদের।

বৈভবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিলিংস-কামিন্সরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। এমন ইনিংসের মাধ্যমে রেকর্ড বই ওলটপালট করে ফেলেছেন তিনি। ভারতীয় তরুণ এই ব্যাটারের ইনিংস দেখে তাকে বার্সেলোনা ও স্পেনের তরুণ ফুটবলার লামিন ইয়ামালের সঙ্গে তুলনা করেছেন স্যাম বিলিংস।

এর আগে ফেব্রুয়ারিতে জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন বৈভব। ফাইনালে করেছিলেন ১৭৫ রান। এবারের আইপিএলেও সেই ফর্ম ধরে রেখেছেন তিনি। এরই মধ্যে চলতি আইপিএলে করে ফেলেছেন ৩৫৭ রান।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে দারুণ ইনিংসের পর সূর্যবংশীকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বিলিংস। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, সূর্যবংশী কী যেকোনো পেশাদার খেলায় সর্বকালের সেরা ১৫ বছর বয়সী? সে যা করছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমরা লামিনে ইয়ামাল পর্যায়ের প্রতিভা দেখছি।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের বিপক্ষে খেলতে নেমেও ভয় ডরহীন ছিলেন ১৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার। বর্তমান বিশ্বের সেরা এই পেসারকে প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকান তিনি। কামিন্সকে খেলা ৪ বলে ৮ রান তোলেন সূর্যবংশী। ম্যাচ শেষে রাজস্থান রয়্যালসের এই ব্যাটারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কামিন্স নিজেও।

তিনি জানান, এই কিশোরই এখন তার 'নতুন প্রিয় খেলোয়াড়'। তিনি বলেন, আমার মনে হয় সে এখন আমার নতুন প্রিয় খেলোয়াড়। সে বলটা এত জোরে মারে, দেখতে দারুণ লাগে। এটা সত্যিই উপভোগ্য। বোলার হিসেবে আপনাকে একদম নিখুঁত হতে হবে। না হলে বল অনেক দূরে চলে যাবে। এটা দারুণ ব্যাপার। তার ক্যারিয়ারের শুরুটা অসাধারণ হয়েছে, এবং তার খেলার ধরন আমার ভালো লাগে। সে খেলাটাকে নিজের মতো করে খেলতে জানে।

বিশ্বকাপের আগে হাভার্টজের চোট, দুশ্চিন্তায় জার্মানি

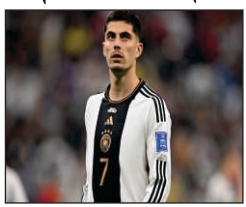

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপের আর বেশি দেরি নেই। এর মধ্যেই নতুন করে চোটের দুশ্চিন্তায় পড়েছে জার্মানি। দলের গুরুত্বপূর্ণ ফরোয়ার্ড কাই হাভার্টজ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ায় তাঁর বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

গতকাল আর্সেনালের হয়ে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ের ম্যাচে ৩২ মিনিটে চোট পান হাভার্টজ। হঠাৎ করেই মাঠে বসে পড়েন তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন এবং সরাসরি টানেলে চলে যান। তাঁর চোখে-মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল।

দীর্ঘদিন চোট কাটিয়ে দলে ফেরার পর ধীরে ধীরে নিজের ছন্দে ফিরছিলেন হাভার্টজ। ঠিক এমন সময় আবার চোট পাওয়ায় এটি তাঁর জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে। একই সঙ্গে উদ্বেগ বেড়েছে জার্মানি দলের শিবিরেও।

জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগেলসম্যানের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে, কারণ সাম্প্রতিক প্রীতি ম্যাচগুলোতে হাভার্টজ ছিলেন দলের নিয়মিত সদস্য। গত মাসে ঘানার বিপক্ষে ম্যাচেও তিনি একটি গোল করেছিলেন।

এর আগে চোটের কারণে সার্জ গ্যানাব্রির বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন হাভার্টজও যদি ছিটকে যান, তবে জার্মানির আক্রমণভাগ বড় ধাক্কা খাবে।

এখন হাভার্টজের চোটের অবস্থা জানতে আগামী কয়েক দিনের মেডিকেল পরীক্ষার ফলের দিকেই তাকিয়ে আছে জার্মানি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR